যায়যায়দিন

তারিখ 13 FEB 2007

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটিতে অসহনীয় সেশন জট

পরীক্ষার দাবিতে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের ভাংচুর

চবি সংবাদদাতা

সেশন জটে বছরের পর বছর আটকে থাকা চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা গতকাল সোমবার বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পরীক্ষার দাবিতে তারা বিভাগে ব্যাপক ভাংচুর চালায়। এ সময় তারা বিভাগের চেয়ারম্যানের রুম, অফিস রুম, সেমিনার, লাইব্রেরি, ক্লাসরুমসহ ১৩টি রুমের ফার্নিচার ও দরজা-জানালা ভাঙে। দেশে জরুরি অবস্থা চলাকালে মিছিল-মিটিংয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও নিজেদের প্রলম্বিত শিক্ষাজীবন নিয়ে হতাশ এসব শিক্ষার্থী সেশন জটের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করে। এ সময় পুরো আর্টস ফ্যাকাল্টিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আধ ঘণ্টা তাণ্ডবের পর ইউনিভার্সিটি প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের ২০০৩-০৪ সেশনের দ্বিতীয় বর্ষের ১৬ মাস অতিবাহিত হলেও পরীক্ষা দিতে না পেরে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১১টায় সহিংস হয়ে ওঠে। এ সময় কলা অনুষদে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে ছাত্র-শিক্ষকদের এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করে আত্মরক্ষা করতে দেখা যায়।

জানা যায়, শিক্ষক কোন্দলের কারণে এ বিভাগে তিনবার পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা করা হলেও পরীক্ষার দু'একদিন আগে অনির্দিষ্ট কারণ দেখিয়ে তা স্থগিত করা হয়। বারবার পরীক্ষা পেছানো এবং শিক্ষকদের উদাসীন আচরণের ফলে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা শেষ পর্যন্ত এ ভাংচুর চালিয়েছে বলে জানা গেছে। পরে বিভাগের শিক্ষার্থীরা প্রক্টরের মাধ্যমে ভিসির কাছে স্মারকলিপি দেয়।

এ প্রসঙ্গে বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শিপ্রা রক্ষিত দস্তিদার বলেন, পৃ ২ ›› ক ৭

পরীক্ষার দাবিতে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিভাগীয় জটিলতার কারণে এ বর্ষের পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিভাগীয় জটিলতা কি জানতে চাইলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, হাতে গোনা কয়েকটি বিভাগ ছাড়া চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির প্রায় সব বিভাগেই চেপে আছে তিন থেকে চার বছরের সেশন জট। দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, দফায় দফায় অবরোধ-হরতাল-ধর্মঘট, বিভিন্ন রঙে বিভক্ত শিক্ষকদের কর্তৃত্বের লড়াই এবং শিক্ষকদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ক্যাম্পাস দখলের সশস্ত্র সংগ্রামের খেসারত দিতে গিয়ে মহাজট লেগেছে এ ইউনিভার্সিটিতে। জটের অভিশাপে ইউনিভার্সিটির প্রায় ১৬ হাজার শিক্ষার্থীর জীবনে নেমে এসেছে চরম হতাশা।

চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির সর্বাধিক সেশন জট আক্রান্ত বিভাগগুলোর মধ্যে রয়েছে ইংরেজি, প্রাচ্যভাষা, বাংলা, জার্নালিজম, মার্কেটিং, ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, স্ট্যাটিস্টিক্স, ফিজিক্স, আরবি, ম্যাথস, ম্যানেজমেন্ট, অ্যানথ্রপলজি, সোশিওলজি। এগুলো ছাড়া প্রায় সব বিভাগেই কমবেশি এক থেকে দুই বছরের সেশন জট লেগে আছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, সেশন জটের মূলে রয়েছে শিক্ষকদের কোন্দল, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি, অধিক উপার্জনের আশায় শিক্ষকদের বাইরে ছুট দেয়া, হরতাল, ধর্মঘটসহ নানা রাজনৈতিক অস্থিরতা। চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এবং নামিদামি কোচিং সেন্টারেও চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির প্রচুর শিক্ষক ক্লাস নেন বলে অভিযোগ আছে। সেশন জট কমাতে ইউনিভার্সিটি প্রশাসনের কোনো গরজ আছে বলে মনে করেন না সচেতন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। অর্থলিপ্সু শিক্ষকরা ইউনিভার্সিটির চেয়ে বাইরে সময় বেশি দেন বলে নির্দিষ্ট সময়ে শেডিউল অনুযায়ী ক্লাস শেষ করতে পারেন না। অভিযোগ পাওয়া যায়, অনেক শিক্ষক মাস শেষে শুধু বেতন তোলার জন্য ইউনিভার্সিটিতে আসেন।